যায়যায়দিন

তারিখ … 19 AUG 2013 …
পৃষ্ঠা … কলাম …

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৬ শিক্ষক বরখাস্ত

ওরা জামায়াতের রোকন : কামাল মজুমদার

যাযাদি রিপোর্ট

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের চাকরিচ্যুত ১৬ জন শিক্ষকের সবাই জামায়াতে ইসলামীর রোকন বলে জানিয়েছেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার। তবে রাজনৈতিক কারণে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়নি বলে দাবি করেছেন তিনি।

শনিবার মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানা গেছে। অভিযোগ ওঠে, নিয়মের বাইরে গিয়ে কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের বরখাস্ত করেছে। বরখাস্ত করার মতো উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। শিক্ষকদের বরখাস্ত করার কারণ জানতে চাইলে সংসদ সদস্য বরখাস্ত : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

বরখাস্ত : মনিপুর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, 'চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা প্রায় ৭ মাস ধরে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। জামায়াত করায় তাদের মধ্যে ভয় কাজ করত। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণে তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। একই সঙ্গে, অনুপস্থিতির কারণ জানতে চেয়ে চিঠিও দেয়া হয়। কিন্তু তারা চিঠির কোনো উত্তর দেয়নি। যে কারণে তাদের স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, 'চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে একজন মওলানা আবদুল মান্নান। তিনি হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে গিয়ে বায়তুল মোকাররম এলাকায় সহিংসতায় অংশ নেন। এ ছাড়া অন্যদের ব্যাপারেও এ ধরনের কমবেশি অভিযোগ রয়েছে।'

কামাল মজুমদার বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা ছুটির আবেদন করেননি। ছুটি ছাড়াই মাসের পর মাস স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা ২ মাস ধরে যোগাযোগ করেও ব্যর্থ হন। ফলে ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। পরে তাদের চাকরি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তবে চাকরিচ্যুতরা চাইলে এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে আরবিট্রেশনে যেতে পারবেন বলেও জানান তিনি।

স্কুলে যে কোনো ধরনের রাজনীতি না করতে শিক্ষকদের বলে দেয়া হয়েছে জানিয়ে সংসদ সদস্য কামাল মজুমদার বলেন, 'আমি বলে দিয়েছি, কারো রাজনীতি করার ইচ্ছা থাকলে স্কুলের বাইরে গিয়ে করেন। কেউ স্কুলের মধ্যে রাজনীতি করলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

শনিবার মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বরখাস্ত হওয়া শিক্ষকরা হলেন আবদুর রহমান, আবুল হোসেন সাথাওয়াতী, মো. শহিদুল্লাহ, বজলুর রহমান, লিয়াকত আলী, মওলানা রফিকুল হাসান, নূরুল হুদা, বাদশা রমিজউদ্দীন, কামারুজ্জামান, মালেক মাহমুদ, মফিজুর রহমান, আনিসুর রহমান, নাফিসউল্লাহ, মওলানা আবদুল মান্নান এবং জাকির হোসেন। বাকি একজনের নাম জানা যায়নি।